প্রথম আলো

তারিখ .. 06.SEP.. 2015 ...
পৃষ্ঠা ..১৬.. কলাম.... ২ ......

৩৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ

মাসুদ রানা, গাজীপুর ●

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার ৩৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ। এতে বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।

উপজেলা শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় মোট ১২২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ওই ৩৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৫ হাজার ১৭০। জরাজীর্ণ ভবনে ঝুঁকি নিয়েই শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে।

এসব বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সূত্রে জানা গেছে, জরাজীর্ণ তালিকার মধ্যে কিছু পুরোনো বিদ্যালয় থাকলেও বেশির ভাগ ২০০৬-০৭ অর্থবছরে নির্মাণ করা হয়েছে। কয়েকটি বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণকাজ এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। কয়েক বছর যেতে না যেতেই একতলা ভবনের পিলার, মেঝে, দেয়ালসহ বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। কোথাও কোথাও দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে

কালিয়াকৈর

অপর প্রান্ত পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে ফাটল দেখা গেছে। ধীরে ধীরে নতুন ফাটলের সৃষ্টি হচ্ছে। এ ছাড়া সামান্য বৃষ্টি হলেই ছাদ চুইয়ে পানি ও ভবনের পলেস্তারা খসে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর পড়ছে। এতে কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে গেছে। এ ছাড়া এসব ভবন নিয়ে সব সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় থাকেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।

সম্প্রতি কষাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, কয়েকটি শ্রেণিকক্ষের মেঝে ও দেয়ালে ফাটল রয়েছে। ওপরের সিলিং ও দেয়ালের পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে। ওই বিদ্যালয়ের অপর ভবনটি ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে নির্মাণ করা হয়। ওই ভবনের ছাদ চুইয়ে পানি পড়ায় ছাদ ও দেয়াল ভেজা রয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে উপজেলার কাথাচুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হয়। একতলা পর্যন্ত শেষ হয় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে। কিন্তু চারতলা ভবনের মাত্র একতলা পর্যন্ত নির্মাণকাজ শেষ হলেও মাত্র এক বছরেই এর পিলার, দেয়াল, মেঝেসহ বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় ফাটল দেখা দেয়। ওই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আনিছুর রহমান বলেন, 'এসব ভবন নির্মাণে ঠিকাদারেরা ইচ্ছেমতো কাজ করে থাকেন। ফলে কাজের মান ভালো হয় না। উপজেলা এলজিইডি কর্মকর্তাকে জানালেও কোনো ব্যবস্থা নেন না। এখন ক্লাস করানো বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে।'

এলজিআরডির কালিয়াকৈরের উপসহকারী প্রকৌশলী সরকার মো. জিল্লুর রহমান বলেন, বিদ্যালয় ভবনের স্থায়িত্বের কোনো মেয়াদকাল দেওয়া থাকে না। তবে এক বছরের মধ্যে এসব ভবনে সমস্যা হলে তা ঠিকাদারেরাই মেরামত করে দেবেন। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এসব ভবনে ফাটল, ছাদ চুইয়ে পানি পড়াসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শিখা বিশ্বাস জানান, জরাজীর্ণ ৩৭টি বিদ্যালয়ের তালিকা করা হয়েছে। ওই তালিকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ে পাঠানো হবে।